মেহেরপুরের ৩ শতাধিক যুবকের মানবেতর জীবন

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের যুবক তুহিন আলী। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দেশে একটি কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। তুহিনের আয়ের উপরই চলতো তার পরিবারের ব্যায়ভার।

সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে স্থানীয় দালাল রাজুকে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ২ মাস আগে গেছেন মালেশিয়া। সাহেবনগর গ্রামের জাহিদ মেলেটারির ছেলে আদম পাচারকারির দালাল রাজু যুবক তুহিন আলীকে ভাল বেতনে কোম্পানীর কাজ দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যান মালেশিয়ায়। তুহিন আলীকে কোম্পানির কাজ না দিয়ে তাকে দিয়েছে সাপ্লাই ভিসা। কাজ না দিয়ে তাকে রাখা হয়েছে একটি মানব ক্যাম্পে। যেখানে তিন মাস ধরে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে তুহিন। তুহিনের মত তিন শতাধিক যুবক এখন ওই ক্যাম্পে আটক রয়েছে।

তুহিন আলী মোবাইল ফোনে জানান, মালয়েশিয়া আসার পর কয়েকজন লোক নিয়ে যায় রাজধানীর কুয়ালালামপুরের সালাক সালাতান নামের একটি মানব ক্যাম্পে। সেখানে আমার মত তিন শতাধিক যুবক বন্দি রয়েছে। তুহিনের ওই ক্যাম্পে থাকা অন্যান্য যুবকরা জানান, আমরা ৫/৬ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই এসকল দালালের মাধ্যমে সহায় সম্বল বিক্রি করে চার মাস আগে মালেশিয়া গিয়েও আটকা পড়ে আছে এই মানব ক্যাম্পে।

তারা ভিডিও বার্তায় বলেন, আমরা বেশ কয়েক মাস যাবৎ এই ক্যাম্পে আটকা আছি। শুধু তুহিন নয়, এই ক্যাম্পে আটকা আছে। গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে লাঁলচাদ ইসলাম, সে সাহেবনগর গ্রামের আদম পাচারকারি সুরজ আলীর মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ৩ মাস আগে গেছেন মালেশিয়াতে।

কাজিপুর গ্রামের গোলাম বাজার এলাকার বজলুর ছেলে মাজেদ মাস্টারের হাতে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মালেশিয়া যান কাজিপুর গ্রামের কাদের হেলালের ছেলে আনারুল ইসলাম। তিনি জানান, শুধু আমি নয়, মাজেদ মাস্টারের হাত ধরে এলাকার ৩ শতাধিক যুবক মালেশিয়া এসেছেন। সকলের ভাগ্যে জুটেছে একই অবস্থা।

মোহাম্মদ পুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে জমিরুল ইসলাম মালেশিয়া গেছেন সাহেবনগর গ্রামের দালাল আব্দুল্লাহর মাধ্যমে। তার কাছ থেকে নিয়েছে ৫ লাখ টাকা। জমিরুল ইসলাম জানান, প্রায় ৫ মাস আগে মালেশিয়াতে আসলেও এখন পর্যন্ত কোনো কাজ দেয়নি। সাপ্লাই ভিসা দিয়ে এখন আটক রেখেছে এই ক্যাম্পে। আমরা এখানে মানবেতর জীবন যাপন করছি। এখানে খাওয়া নেই, পানি নেই। ছোট্ট রুমে গাঁদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে রেখেছে। কিছু বললে হত্যার হুমকি দিচ্ছে দালাল চক্র।

মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের বাহাদুর আলী বলেন, আমি গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আদম পাচারের দালাল নাড়া মেম্বরের মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মালেশিয়া এসেছি।

আমরা প্রায় ৪ মাস এই মানব ক্যাম্প আটকা পড়ে আছি। আমরা খাওয়া অবানে মারা যাবো। আবার বাড়িতেও ঋনের কিস্তি। কথা বললে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এভাবেই ৪ মাস যাবৎ দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি আেটেক পড়া ক্যাম্পে।

শুধু, তুহিন, বাহাদুর, আনারুল, জমিরুল বা লালচাদ ইসলাম নয়, ওই ক্যাম্পে আটকা পড়ে আছে প্রায় ৩ শতাধিক যুবক। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে জমি জমা বিক্রি, ঋণ, ধার দেনা বা কর্জ করে দালালদের মাধ্যমে হেছেন, মালয়েশিয়ায়।

একমাত্র সম্বল ভিটে মাটির বিক্রি করে তারা জনপ্রতি ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা তুলে দিয়েছেন।মালয়েশিয়া গেলেও আকামা (কাজের অনুমতিপত্র) না পাওয়ায় কর্মহীনভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

জানা গেছে, দালাল চক্রটি তাদেরকে অন্যত্র বিক্রি করায় কাজ না পেয়ে খাবার পানি সংকটে ভুগছেন। সেইসঙ্গে প্রতিনিয়ত দেয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি। তাদের বন্দি থাকা এ সকল ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে।

মালয়েশিয়ায় থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইন্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়।

গেল ৩-৬ মাসেও দালাল চক্রের সদস্যরা কোন কাজ দিতে পারেনি। দালাল চক্রের পক্ষ থেকে প্রথমে খাবার ও পানি দেওয়া হলেও এখন তা বন্ধ করে দিয়ে টাকা দাবি করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে বিভিন্নভাবে প্রাণনাশের হুমকি।

মালয়েশিয়াতে আটকে থাকা একাধিক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কেউ দিয়েছেন জমি বন্ধক রেখে, কেউ সুদের উপরে টাকা নিয়ে, কেউ বা তুলেছেন ঋণের কিস্তি। এখন যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি তারা বাড়ির উপর এসে টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফারুক আহমেদ জানান, আমার এলাকার অনেক যুবক দালাল চক্করের খপ্পরে পড়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। ওরা অনেক খরচ করে গিয়েছেন। তিন মাস যাবত কাজ না পেয়ে মানবতার জীবনযাপন করছেন। আমরা তার পরিবারের পাশে সব সময় আছি।

দালাল চক্রের সদস্য সাহেবনগর গ্রামের বাবলু জানান, আমি চার জনের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা করে নিয়ে মুছা এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে মালেশিয়া পাঠিয়েছি। ৩/৪ মাস পাঠানো হলেও আমার লোকজনকে কোনো কাজ দেইনি এজেন্সি মুসা এন্টার প্রাইজ। আজকে আমি তাদের খাবারের জন্য পাঁচ হাজার করে টাকা পাঠিয়েছি।

মানব পাচারকারী আলোচিত দালাল গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের সুরুজ আলীর মোবাইলে কল করা হলে মোবাইল বন্ধ পাওয়ায় বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। মানব পাচারকারী এজেন্সি মুছা এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী আবু মুছার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা থানায় অথবা আমার নিকট অভিযোগ করলে দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বলেন, আমরা প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। ভুক্তভোগী সকলের পরিবারকে থানায় মামলা করতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন মামব পাচারকারীকে ছাড় দেয়া হবেনা।

মেহেরপুরে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার দুই সাংবাদিক, আটক ২

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান।

আজ সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা বারোটার দিকে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এসময় আরো আহত হন জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলার ঘটনায় আবু লায়েস ও জিয়াউর রহমান নামের দুই দুর্বৃত্তকে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, আজ সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি নামক স্থানে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন। এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যান সাংবাদিকরা।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা উক্ত দুর্ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় সংস্থাটির দপ্তরের সামনে জড়ো হয় সাধারণ মানুষ। এ সময় উক্ত জটলার ছবি তুলতে গেলে ৮/১০ দূর্বৃত্ত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানের উপর চড়াও হয়। এসময় তারা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা শুরু করে। দূর্বৃত্তদের হাত থেকে সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপরেও হামলা করে তারা। এ সময় আহত হয় এই দুই সাংবাদিক। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আহত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে ভিডিও ফুটেজ ধারণ করার এক পর্যায়ে কিছু ব্যক্তি অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি ও লাঠি সোটা নিয়ে আঘাত করে। হামলার সময় ভিডিও ফুটেজ নেওয়ার জন্য গালিগালাজ করছিল তারা। হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার

চেষ্টাও করে হামলাকারীরা।

হামলার ঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন এই দুই সাংবাদিক।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখ কনি মিয়া জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পৌঁছায়। হামলাকারীদের মধ্যে থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। কিছু সঙ্ঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ থেকে হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আল্টিমেটাম দিয়েছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব। উদ্ভূত এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে বিপরীতগামী দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হুরমত আলী (৫০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কের নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুরমত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত আরশাদ আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত হুরমত আলী সার বিষ কেনার জন্য মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুর শহরে আসছিলেন। আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

কের নিকট আসামাত্র বিপরীত দিক বেপরোয়া গতিতে আসা অপর একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার পাশে পড়ে যায় হুরমত আলী।

স্থানীয়রা মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফাঁয়ার সার্ভিস কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

বিশেষ পদ্ধতি ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানের সিটের সাথে ফেনসিডিল বহন করেও রেহায় পেলনা মাদক মাদক ব্যবসায়ী স্বপন (২২)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটলিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম আজ রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকালে অভিযান চালিয়ে ২৯ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আকুবপুরে এ অভিযান পরিচালনা করে র্যাব। আটক স্বপন ইসলাম গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী সহড়াতলা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে।

সন্ধ্যায় র্যাব গাংনী ক্যাম্পের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক দিয়ে ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যানযোগে ফেনসিডিল নিয়ে যাচ্ছিল স্বপন ইসলাম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে ২৯ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

অভিযানে ফেনসিডিল ছাড়াও একটি মোবাইল ফোন ও ফেনসিডিল বহনকরা পাখিভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।
নেতৃত্ব দেন র্যাব ১২ সিসিপি ৩ গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি মনিরুজ্জামান।

র্যাব জানায়, আটক স্বপন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার সহযোগী হিসেবে বাদশা নামের এক ব্যক্তির নাম পরিচয় জানিয়েছে। অভিযানের সময় পালিয়ে যাওয়া এই বাদশাকে আটকের চেষ্টা করছে র্যাব।

আটক স্বপন ও পলাতক বাদশার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই মামলায় স্বপনকে আদালতে সোপর্দের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে র্যাব।

মেহেরপুরে জাগো মেহেরপুর সংগঠনের উদ্যোগে চাদর বিতরণ

মেহেরপুরের জাগো মেহেরপুর সংগঠনের উদ্যোগে অসহায়, দরিদ্র এবং রিকশা চালোকদের মাঝে চাদর বিতরণের আয়োজন করা হয়।

আজ রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর হল রুমে চাদর বিতরণের আয়োজন করা হয়।

জাগো মেহেরপুর সংগঠনের আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, জাগো মেহেরপুর সংগঠনের মুখপাত্র শোয়েব রহমান সহ জাগো মেহেরপুর সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ।

জাগো মেহেরপুর সংগঠনের উদ্যোগে চাদর বিতরণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন জাগো মেহেরপুর সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল আলিম।

উল্লেখ্য,জাগো মেহেরপুর সংগঠনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর ও গাংনী পৌর এলাকার ৭০০ ভ্যান চালকদের মাঝে চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসের প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস-২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকাল চারটার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমুলক সভায় উপস্থিত ছিলেন, দেশ বরণ্য কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশীদ, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আদিলা আজহার, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, গাংনী ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক আজিজুল হক রানু।

এসময় বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধান, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সরকারি দফতরের কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ৪৮ ইটভাটার সব অবৈধ,

পুড়ছে কাঠ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধশত অবৈধ ইটভাটা। উপজেলা প্রশাসনের তালিকা অনুযায়ী বর্তমান চলমান ইটভাটার সংখ্যা ৪৮টি। এসকল ইটভাটার কোনটাতেই নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র। ইটভাটা মালিকরা নানা কৌশলে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বছরে কয়েকবার পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অভিযান চালিয়ে শুধুমাত্র রাস্তার পাশে অবস্থিত কয়েকটি ভাটা মালিকের জরিমানা করলেও অনেকেই থেকে যান অধরা। এছাড়াও যে কয়েকটি ভাটায় জরিমানা করা হয় সে জরিমানার টাকা সমস্ত ইট ভাটা মালিকরা সমভাবে ভাগ করে দেন সমিতির মাধ্যমে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও ইটভাটা মালিকদের অদৃশ্য সমঝোতায় ভাটা পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জনশ্রুতি রয়েছে।

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে জনবসতি এলাকায় ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। জনবসতি এলাকার ইটভাটাগুলি থাকে ধরা ছোয়ার বাইরে। অনেক ইটভাটায় কয়লার বদলে পুড়ানো হচ্ছে কাঠ। কাঠ পুড়ানোর জন্য মিলেই স্থাপন করা হয়েছে মিনি করাত কল। আইন থাকলেও প্রয়োগ না থাকায় জনমনে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন ।

প্রাপ্ত তথ্যমতে গাংনী উপজেলায় কয়েক বছরে মোট ৫৮ টি ইটভাটা গড়ে উঠেছিল। বেশীরভাগ ইটভাটায় পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে বৈধতার কোন কাগজ পত্র নাই। গত বছরে বেশ কয়েকটি ইটভাটা বন্ধ হওয়ায় বর্তমানে ৪৮টি ইটভাটা চালু রযেছে। যা গাংনী পৌরসভাসহ উপজেলার অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থতি রয়েছে। প্রভাবশালী রাজনীতিকরা প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে ক্ষমতার জোরে ইটভাটা তৈরী করছে। ভাটার চিমনি তৈরীতে সরকারী নির্দেশনা থাকলেও ইটভাটা মালিকরা ১২০ ফুটের পরির্বতে কোন কোন জায়গায় ৮৫ ফুট ,৬০ফুট ৪০ফুট চিমনি ব্যবহার করছে। ইটভাটায় কাঠ জ্বালানী নিষিদ্ধ থাকলেও ইটভাটা মালিকরা আইনের তোয়াক্কা না করে ভাটার পাশেই করাত কল স্থাপন করে গাছ ফাড়াই করে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করছেন দেদারছে।

সরকারী নির্দেশ ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ ও ২০০১ সনের ১৭নং অনুচ্ছেদের ৪ ও ৫ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে ,আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরী করা যাবেনা। ১২০ফুট উঁচু চিমনি ব্যবহার করতে হবে এমন নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হয়নি গাংনী উপজেলার কোন ইটভাটাতে।

সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল

হকসহ গাংনী পৌর এলাকার মালসাদহ গ্রামের আবাদি সবজি জমিতে ইটভাটা নির্মান করে অবৈধ ভাবে কয়লার বদলে পোড়াচ্ছে কাঠ। ইটভাটা স্থপান করার ফলে রাস্তার পার্শের অনেক গাছ গাছালি মারা গেছে।
গাংনী থানা হয়ে ধানখোলা রোডে রাস্তার পার্শ্বে রাস্তা দখল করে গড়ে তুলেছে ইটভাটা। ফলে যেকোন মুহুর্তে ঘটতে পরে দুর্ঘটনা। ইটভাটায় চালিত ইট বহনকারি ট্রলিগুলির চালকরা হচ্ছেন বেশিরভাগই অপ্রাপ্ত বয়স্কো। এসকল ইট বহনকারি ট্রলি বিভিন্ন সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ইট বহনারি ট্রলির চাপায় শিশুসহ অনেকেই নিহত হওয়ায় ঘটনাও অনেক বেশি।

আর এ সকল ইটভাটায় প্রতিদিন জ্বালানী কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। আর এসব কাঠের উৎস সংরক্ষিত বা গৃহস্থালীর বাগান। ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ছড়াচ্ছে বিভিন্ন রোগবালাই। এতে পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে,তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি। ইটভাটার আশপাশের আবাদি জমির মালিকরা ফসল ফলাতে পারছেন না তাদের জমিতে।

সচেতন মহলের অভিযোগ, যেখানে সেখানে ইটভাটা তৈরী হওয়ায় আবাদী জমিগুলো নষ্ট হচ্ছে। একটি ইটভাটা তৈরী করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়ফুট মাটি কেটে ইট তৈরী করে।এতে ফসলী জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ইটভাটার নির্গত কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ও আবাদি জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে।কোন ইটভাটায় অনুমতিপত্রের শর্তানুযায়ী এক টুকরা কয়লা ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় কাঠ। বিশেষ করে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ ছাড়াও বাঁশের মোথা ব্যবহারের ফলে বাঁশঝাড় উজাড় হচ্ছে।

সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে এসকল ইটভাটায় কয়লার বদলে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রশাসনের লোকজন জরিমানা আদায় করলেও ইটভাটা বন্ধ করেনা। ফলে প্রভাবশালীরা প্রতি বছর নতুন নতুন ইটভাটা তৈরী করছে।

গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক জানান, সরকারী ভাবে কাঠ পোড়ানো নিষেধ রয়েছে তার পরেও আমরা কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করছি। পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন মিলে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশে সবজায়গায় অনিয়মের মাধ্যমে কাজ চলছে ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সু-প্রভা রানী জানান, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোঁয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত কার্বণ-ডাই অক্সাইডের কারণে ফসল ও এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়। অনতি বিলম্বে পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ জরুরী।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, ইটভাটায় করাত কল স্থাপন করা হয়েছে এমন তথ্য আমার কাছে নেই। তাছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কয়েকদিন আগে মেহেরপুর সদরে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেছে। গাংনীতেও পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান হবে।

বঙ্গবন্ধু কৃষক, শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন- এমপি সাগর

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের কৃষক, শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনারা সেই সমাজের মানুষ। বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরী হিসেবে আমরাও সেই সম্মান রাখতে চাই।

আজ রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটরিয়ামে ভ্যান চালকদের মাঝে চাদর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

জাগো মেহেরপুরের আয়োজনে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থা, বিশ্বাস পরিবার ও সচিন্দ্র বিশ্বাস ফাউন্ডেশন এই শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাগো মেহেরপুরের আহবায়ক, বিশ্বাস পরিবারের মুখপত্র ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র

আহম্মেদ আলী, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওন, জাগো মেহেরপুরের মুখপাত্র শোয়েব রহমান।

জাগো মেহেরপুরের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল আলীমের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক আজিজুল হক রানু, সচিন্দ্রনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশনের পরিচালক অশোক চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ।

জাগো মেহেরপুরের আহবায়ক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শীতবস্ত্র (চাদর) বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর বলেন শেখ হাসিনা সরকারের বিগত তিনবারের উন্নয়ন দেখে দেশবাসী আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন। উন্নয়নের সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে। আর যে জাতি যত সুশৃঙ্খল, সেই জাতিই উন্নতি করবে। বিগত দিনে গাংনীর মানুষ সেটা দেখিয়েছেন। গাংনী উপজেলার প্রতিটি শ্রেনী পেশার মানুষ এখন সুশৃংখল ও দায়িত্ব শীল।

গাংনীর মানুষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সব সময় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে প্রধান অতিথি আরও বলেন, গাংনীর মানুষের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসে পুর্ণাঙ্গ সেবাদানের জন্য তৈরী করা হবে। আপদে বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার আহবান জানান প্রধান অতিথি।

উল্লেখ্য,জাগো মেহেরপুরের উদ্যোগে মেহেরপুর শহর ও গাংনী পৌর এলাকার ৭০০ ভ্যান চালকদের মাঝে শীতবস্ত্র (চাদর) বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের বার্ষিক

সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে। ২০১৭ সালে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামে গড়ে ওঠে মুজিবনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন। গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিজেদের টাকার সঞ্চয় দিয়ে তিল তিল করে গড়ে ওঠে মুজিবনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন। এই ক্রেডিট ইউনিয়ন স্বচ্ছতার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিম এর আওতায় তাদের ৯৮৬ জন সদস্যদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

সেই ক্রেডিট ইউনিয়ন মুজিবনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা -২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে নয় টার সময় মুজিবনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এর অফিস প্রাঙ্গনে এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার জহুরুল ইসলাম।

প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রকিবুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন, মুজিবনগর কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সহ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, জেনারেল ম্যানেজার মতিয়ার রহমান, সদস্য শাহজাহান গাজী।

এসময় মুজিবনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং মুজিবনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের ৯৮৬ জন সদস্য ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আমঝুপিতে তৃণমূল মডেল একাডেমীর শিশুবরণ ও বার্ষিক অভিভাবক সম্মেলন

গবেষণা ধর্মীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৃণমূল মডেল একাডেমী আমঝুপি শাখার অভিভাবকদের নিয়ে বার্ষিক সম্মেলন, শিশুবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে তৃণমূল মডেল একাডেমী চত্বরে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আমঝুপি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি আব্দুর রকিবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো: ফারুক উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আক্তার হোসেন, অভিভাবক নারগিস চৌধুরী ও আশরাফ ইসলাম।

পরে তৃণমূল মডেল একাডেমী-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে ও মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মেদ ও সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মানবাধিকার কর্মী মোছাঃ কাজল রেখা।